

হাজ্জ কার উপর ফারয? হাজ্জ ফারয হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি ও কি কি?

হাজ্জ ফারয হওয়ার জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে পাচটি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরো একটি অর্থাৎ ৬টি শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো একত্রে একসাথে যখনই যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সাথে সাথে তার উপর হাজ্জ সম্পাদন করা ফারয হয়ে যাবে।

এ কথার প্রমাণ হলোঃ- ইবনে ‘আব্বাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছ- রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ-

تعجلوا إلى الحج فإن أحكم لا يدري ما يعرض له.^১

অর্থাৎ:- তোমরা হাজ্জ আদায়ে দ্রুত এগিয়ে যাও, কেননা তোমাদের কেউই জানে না যে তার সামনে কি আসবে। (অর্থাৎ, সে কি অবস্থার সম্মুখিন হবে, আগামীতে তার হাজ্জ আদায়ের সামর্থ থাকবে কি - না।)^২

সারা জীবনে একবার মাত্র হাজ্জ আদা করা ফারয। এ কথার প্রমাণ হলো-ইবনু ‘আব্বাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আব্বুরা‘ বিন হাবিছ رضي الله عنه রাছুলুল্লাহকে صلى الله عليه وسلم জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ-

يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع.^৩

অর্থাৎ:- হে আল্লাহর রাছুল ! হাজ্জ কি প্রতি বছর, না একবার? রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বললেনঃ- (প্রতি বছর নয়) বরং একবার, সুতরাং যে একাধিকবার করবে সেটা হবে নাফল।^৪

মোট কথা সামর্থ থাকলে জীবনে একবার মাত্র হাজ্জব্রত পালন করা ফারয। যদি কেউ একাধিকবার হাজ্জ সম্পাদন করে, তাহলে তার প্রথম হাজ্জটি ফারয হিসেবে আদা হবে এবং অন্যান্যগুলো নাফল হিসেবে গণ্য হবে।

তবে হ্যাঁ, কেউ যদি হাজ্জ পালন করবে বলে মানত করে থাকে, তাহলে তা আদা করা তার উপর ওয়াজিব। কেননা রাছুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেনঃ-

من نذر أن يطيع الله فليطعه.^৫

১. رواه الإمام أحمد

২. মুছনাদে ইমাম আহমাদ

৩. أخرجه أبو داود

৪. আবু দাউদ

৫. رواه البخارى

অর্থাৎ:- যে কেউ আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোন কাজ করবে বলে মানত করবে, সে যেন অবশ্যই তা পালন করে।^৬

হাজ্জ ফারয হওয়ার শর্তাবলীঃ-

১) মুছলমান হতে হবে। কেননা ইছলাম গ্রহণ ব্যতীত কোন নেক ‘আমালই আল্লাহর (ﷺ) নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়।

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.^৭

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি ইছলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে তাহলে তা কখনই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।^৮

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.^৯

অর্থাৎ:- যদি আপনি শিরক করেন তাহলে অবশ্যই আপনার ‘আমাল অনর্থক হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।^{১০}

তাই যে কোন নেক ‘আমাল আল্লাহর (ﷺ) নিকট গৃহীত হতে হলে অবশ্যই ‘আমালকারীকে সর্বাগ্রে মুছলিম হতে হবে।

এছাড়া অপবিত্রদেরকে আল্লাহ ﷻ মাছজিদুল হারামের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.^{১১}

৬. সহীহ বুখারী

৭. আল عمران- ৮৫

৮. আল ইমরান- ৮৫

৯. الزمر- ৬৫

১০. ছুরা আয্ যুমার- ৬৫

১১. سورة التوبة- ২৮

অর্থাৎ:- মুশরিকরা হলো অপিবত্র, সুতরাং তারা যেন তাদের এ বছর পর আর মাছজিদুল হারামের কাছে না যায়।^{১২}

২) প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। ছেলে অথবা মেয়ে যতক্ষণ না প্রাপ্ত বয়স্ক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর ইছলামের কোন বিধান পালন আবশ্যকীয় নয়। তাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন ছেলে মেয়ে যদি হাজ্জ সম্পাদন করে থাকে তাহলে এটা তার উপর ইছলামের ফার্য হাজ্জ সম্পাদন হয়েছে বলে গণ্য হবে না বরং তা নফল হাজ্জ বলে গণ্য হবে। তাই প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে ফার্য হাজ্জ আদা করতে হবে।

এ কথার প্রমাণ হলো রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ-

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلِيهِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ.^{১৩}

অর্থাৎ:- কোন ছেলে (অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ে) যদি দশবারও হাজ্জ করে থাকে অতঃপর সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহলে তার উপর ইছলামের (ফার্য) হাজ্জ আদা করা ওয়াজিব।^{১৪}

৩) জ্ঞানবান তথা সুস্থ বুদ্ধি ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হতে হবে। অজ্ঞান বা পাগলের উপর ইছলামের কোন বিধান প্রযোজ্য নয়।

এ সম্পর্কে রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ-

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.^{১৫}

অর্থাৎ:- তিন প্রকার লোকের বিষয়ে ক্বলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ তাদের ‘আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না ঘুম থেকে জেগে উঠে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক, যতক্ষণ না প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে, সে বুঝতে পারে।^{১৬}

৪) স্বাধীন হতে হবে। গোলাম বা দাস-দাসীর উপর হাজ্জ ফার্য নয়। কেননা হাজ্জ সম্পাদনের জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন হয়ে থাকে, আর দাস-দাসীর সেই সময়টুকু নেই। কেননা তারা প্রায় সর্বক্ষণই তাদের কর্তার

১২. ছুরা আত্ তাওবাহ-২৮

১৩. أخرجه أبو داود والترمذی

১৪. আবু দাউদ, তিরমিযী

১৫. رواه أبو داود

১৬. আবু দাউদ

দেয়া কাজ-কর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনেই ব্যস্ত থাকে। তাই তারা হাজ্জ পালনে অসামর্থ-অক্ষম বলেই গণ্য ও বিবেচিত হয়ে থাকে। আর যদি কোন দাস বা দাসীকে নিয়ে তার কর্তা হাজ্জ সম্পাদন করে থাকেন, অতঃপর তাকে আযাদ বা মুক্ত করে দেন, তাহলে এই হাজ্জ সেই দাস বা দাসীর জন্যে যথেষ্ট হবে না বরং তাকে স্বাধীন হওয়ার পর যদি তার সাধ্য ও সামর্থ্য থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে ইছলামের ফার্ব হাজ্জ আদা করতে হবে। এ কথার প্রমাণ হলো ইবনু ‘আব্বাছ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেছেনঃ-

إحفظوا عنى ولا تقولوا قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله ثم أعنق فعليه الحج وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل.^{১৯}

অর্থাৎ:- তোমরা আমার থেকে (এ হাদীছটি) সংরক্ষণ করো, তবে একথা বলো না যে ইবনু ‘আব্বাছ বলেছেন। (এ কথা দ্বারা তিনি এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটি তাঁর কথা নয় বরং রাছুলুল্লাহ ﷺ এর কথা) “যে গোলামকে নিয়ে তার কর্তা-পরিবার হাজ্জ সম্পাদন করবে অতঃপর তাকে মুক্ত করে দিবে, তাহলে (মুক্ত হওয়ার পর) তার উপর হাজ্জ সম্পাদন করা ফার্ব। এমনিভাবে যে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে তার পরিবার হাজ্জ আদা করবে অতঃপর সে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হবে, তাহলে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর (সামর্থ্য থাকলে) ইছলামের যে হাজ্জ আদা করা ফার্ব, তাকে সেই ফার্ব হাজ্জ আদা করতে হবে।^{১৮}

৫) সক্ষম ও সামর্থ্যবান হতে হবে। এর প্রমাণ হলো কোরআনে কারীমের এই আয়াতঃ-

و الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.^{২০}

অর্থাৎ:- মানুষের উপর অত্যাবশ্যকীয় হলো আল্লাহর জন্যে বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা যে, এর সামর্থ্য রাখে।^{২০}

এই সামর্থ্য ও সক্ষমতার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নিম্নোক্ত বিষয়াদীর সক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকতে হবে।

(ক) শারীরিক সক্ষমতা। তাই বয়সের ভারে তথা বয়োবৃদ্ধতার কারণে কিংবা মারাত্মক অসুস্থতার দরুন হাজ্জ ভ্রমণে অথবা হাজ্জ কর্ম সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তির উপর হাজ্জ ফার্ব নয়। তবে যদি তিনি অর্থের দিক দিয়ে পূর্ণ সামর্থ্যবান হয়ে থাকেন এবং এমনিভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন যা থেকে সাধারণত সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না, তাহলে এমতাবস্থায় অন্য কাউকে দিয়ে তার হাজ্জ করিয়ে

১৯. السنن للبيهقي و مصنف ابن أبي شيبة

১৮. ছুনানে বাইহাক্বী, মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ। হাদীছ সহীহ

১৯. آل عمران - ৯৭

২০. ছুরা আলে ‘ইমরান-৯৭

নেয়া অত্যাবশ্যক। এর প্রমাণ হলো আবু রায়ীন আল ‘উকাইলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছ, একদা তিনি রাছুলুল্লাহকে (ﷺ) এসে বললেনঃ-

يارسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر.^{১১}

অর্থাৎ:- হে আল্লাহর রাছুল! আমার বাবা একজন বয়োঃবৃদ্ধ লোক। হাজ্জ, ‘উমরাহ কিংবা হুফর করার ক্ষমতা তার নেই। রাছুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেনঃ- তুমি তোমার বাবার পক্ষ হতে হাজ্জ ও ‘উমরাহ সম্পাদন করো।^{১২}

(খ) শুধুমাত্র মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে মাক্কাহ আল মুকার্‌রামা-য় তথা বাইতুল্লায় আগমনের রাশ্বা নিরাপদ হতে হবে। অর্থাৎ হাজ্জ সম্পাদনে ইচ্ছুক ব্যক্তি যে পথ দিয়ে মাক্কাহ গমন করবে সে পথে তার নিজের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকতে হবে যাতে সে আল্লাহর ﷻ ইচ্ছায় তার জান ও মাল নিয়ে নিরাপদে বাইতুল্লাহতে পৌঁছতে পারে, অন্যথায় তার উপর হাজ্জব্রত সম্পাদন করা ফার্ব্য নয়। কেননা আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

و الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

অর্থাৎ:- মানুষের উপর অত্যাবশ্যকীয় হলো আল্লাহর জন্যে বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা যে, এর সামর্থ্য রাখে।^{১৩}

তবে বিচ্ছিন্নভাবে মাক্কাহর পথে সংঘটিত ছোট-খাটো দু’ একটি ঘটনার জন্য ঐ পথটিকে অনিরাপদ বা বিপজ্জনক বলা যাবে না এবং এই অজুহাতে হাজ্জ কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকা যাবে না।

(গ) অর্থের দিক দিয়ে সামর্থ্যবান হতে হবে। আর তা হলো, নিজ পরিবারের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) পূরণ করার পর এবং ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার পর যদি এই পরিমাণ অর্থ উদ্ধৃত থাকে যা হাজ্জে যাওয়া- আসা ও হাজ্জ কালীন সময়ে নিজের প্রয়োজনীয় খরছের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয়, তাহলে এমন লোকের উপর হাজ্জ কর্ম সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক।

(ঘ) শুধুমাত্র মাক্কাহবাসী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে হাজ্জে যাওয়া-আসার জন্য স্থল পথে, কিংবা নৌপথে কিংবা আকাশ পথে বাহনের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১. أخرجه الترمذی

১২. জামে‘ তিরমিযী, হাদীছটি হাছান-সাহীহ

১৩. ছুরা আলে ‘ইমরান-৯৭

রাষ্ট্রের পক্ষ হতে কারো উপর যদি বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকে কিংবা মাক্কাহ মুকাররামাহ্ গমনের জন্য ভিসা না পাওয়া যায়, তাহলে এক্ষেত্রে তার উপর হাজ্জ ফার্ব্য বলে গণ্য হবে না। এসব বিষয়ে প্রমাণ হলো আনাছ বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেছেন যে,

و الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.

কোরআনে কারীমের এ আয়াতে বর্ণিত سبيلا শব্দ সম্পর্কে রাছুলুল্লাহ্-কে (ﷺ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল

يارسول الله ما السبيل؟

অর্থাৎ:- হে আল্লাহর রাছুল ! ছাবীল বা পথ পলতে কী বুঝায়? উত্তরে রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ- الزاد
والراحلة অর্থাৎ:- রসদ ও বাহন। (দারু ক্বোতনী)

এ বিষয়ে আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেনঃ-

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وذلك أن الله يقول: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.⁸²

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি এই পরিমাণ রসদ ও বাহনের মালিক হবে যা তাকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে, এতদসত্ত্বেও সে যদি হাজ্জ কর্ম সম্পাদন না করে, তাহলে সে চাইলে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক এটা তার জন্যে কোন বিষয় নয়। কেননা আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

و الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.⁸²

কোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حج.....⁸²

অর্থাৎ:- দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের উপর কোন পাপ নেই.....²⁹

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেনঃ-

28. أخرجه الترمذی

25. জামে' তিরমিযী

26. التوبة - 91

29. ছুরা আত্ তাওবাহ-91

অর্থাৎ:- এবং না ঐসব লোকদের উপরও, যারা তখন আপনার নিকট এ উদ্দেশ্যে আসে যে, আপনি তাদেরকে বাহন দান করবেন, আর আপনি তাদেরকে বলেছেন- আমি তো এমন কিছু পাচ্ছি না যার উপর তোমাদের সওয়ার করা।^{২৯}

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা শারীরিক কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম ও অসামর্থ, তাদের উপর হাজ্ব ফার্য নয়।

শারীরিক কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে অসামর্থ-অক্ষম কোন লোক যদি হাজ্ব কর্ম সম্পাদন করে নেয় তাহলে তার হাজ্ব আদা হয়ে যাবে এবং এই হাজ্ব তার ইছলামের ফার্য হাজ্ব হিসেবে যথেষ্ট হবে।

৬) শুধুমাত্র মাক্কাহর বাহির থেকে আগত মহিলাদের উপর হাজ্ব ফার্য হওয়ার জন্য উপরোক্ত শর্তগুলোর সাথে আরেকটি শর্ত রয়েছে। আর সেটি হলো হাজ্ব ভ্রমণের জন্য অবশ্যই সেই মহিলার সাথে কোন স্থায়ী মাহরাম (বংশগত কারণে কিংবা অন্য কোন বৈধ কারণে যাদের সাথে চিরকাল বিয়ে হারাম এমন কেউ) থাকতে হবে। বংশগত কারণে স্থায়ী মাহরাম হলেন যেমনঃ- পিতা, ছেলে, ভাই, আপন চাচা, আপন মামা।

আর বৈধ কারণে স্থায়ী মাহরাম হলেন যেমনঃ- দুধ (দুধ) পিতা, দুধ ভাই দুধ পুত্র, দুধ চাচা-দুধ মামা, শশুর, সৎ পুত্র, সৎ পিতা তথা বৈধভাবে মিলামিশাকারী মায়ের পূর্বেকার স্বামী, এবং মেয়ের জামাই।

অবৈধ কারণে যেমন, স্বামী-স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপের দরুন পারস্পরিক অভিসম্পাত বা লা'নত করার কারণে যদিও স্থায়ীভাবে তারা একে অপরের জন্যে হারাম হয়ে যায়, তথাপি হাজ্বের ক্ষেত্রে এই লোক সেই মহিলার জন্যে মাহরাম বলে গণ্য হবে না, এবং তার সাথে ঐ মহিলার হাজ্ব যাওয়া বৈধ হবে না।

এমনিভাবে যাদের সাথে সাময়িকভাবে বিয়ে-শাদী হারাম, তারাও মাহরাম হিসেবে গণ্য নয় এবং তাদের সাথে হাজ্ব গমন বৈধ নয়। যেমনঃ ভগ্নিপতি, ভাইঝি জামাই, ভাগ্নি জামাই, ভাতিজি জামাই, বোনঝি জামাই, ফুফা, খালু, এরা মাহরাম বলে গণ্য নয় এবং তাদের সাথে হাজ্ব গমন বৈধ নয়। কেননা এদের সাথে সাময়িকভাবে বিয়ে-শাদী হারাম হলেও স্থায়ীভাবে হারাম নয়। আর মাহরাম হওয়ার জন্যে বৈধ কারণে স্থায়ীভাবে বিয়ে-শাদী হারাম তথা নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মহিলাদের হাজ্ব যাওয়ার জন্য সাথে কোন মাহরাম পুরুষ থাকা শর্ত। একথার প্রমাণ হলো ইবনে 'আব্বাছ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীছ, রাছুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ-

لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامراتى تريد الحج؟ فقال أخرج معها.^{٥٥}

অর্থাৎ:- মাহরাম ছাড়া কোন মহিলা যেন ছাফারে না যায় এবং মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলার ঘরে যেন কোন পুরুষ প্রবেশ না করে। তখন এক ব্যক্তি বললেনঃ হে আল্লাহর রাছূল ﷺ আমি যুদ্ধের জন্য অমুক দলের সাথে বের হতে চাই, ওদিকে আমার স্ত্রী হাজ্জে যেতে চাইছেন। (এমতাবস্থায় আমি কি করব ?) রাছুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেনঃ- তুমি তার সাথে (তোমার স্ত্রীর সাথে) যাও। (সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুছলিম)

এই হাদীছে দেখা যায় যে, রাছুলুল্লাহ ﷺ মাহরাম ছাড়া ছাফার করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রশ্নকারী ঐ ব্যক্তিকে জিহাদ বাদ দিয়ে হাজ্জে গমনেচ্ছু নিজ স্ত্রীর সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে সহজেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

তবে যদি কোন মহিলা মাহরাম সঙ্গে না নিয়ে হাজ্জ সম্পাদন করে নেন তাহলে তার হাজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাহরাম সঙ্গে না নেয়ার জন্য অবশ্যই গুনাহগার হবেন।

মক্কায় অবস্থানকারী মহিলার হাজ্জ সম্পাদনের জন্য সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা শর্ত নয়। বরং বিশ্বস্ত ও নিরাপদ যে কোন সাথীর সাথেই তিনি হাজ্জ সম্পাদন করতে পারেন। কেননা মক্কায় অবস্থানকারীকে হাজ্জের জন্য ছাফার করতে হয় না। তাই তার সাথে মাহরাম থাকা আবশ্যিক নয়।

সূত্রাবলীঃ-

- ১। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায رحمته الله সংকলিত “আত্‌তাহক্বীকু ওয়াল ঈযাহ--”।
- ২। আল ‘আল্লামা আল মুহাদ্দিছ আশ্শাইখ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী رحمته الله সংকলিত মানাছিকুল হাজ্জ ওয়াল “উমরাহ ফিল কিতাব ওয়াছ ছুন্নাহ ওয়া আ-ছারিছ ছালাফ”।
- ৩। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ ‘আব্দুল মুহছিন হামদ আল ‘আব্বাদ رحمته الله সংকলিত “তাবসীরুন নাছিক বি আহকামিল মানাছিক”।
- ৪। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ মোহাম্মাদ বিন সালেহ আল ‘উছাইমীন رحمته الله সংকলিত “আশ্শারহুল মুমতি”।

- ৫। আশশাইখ ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রহমান আল জিবরীন (رضي الله عنه) ও আশ শাইখ ‘আব্দুল মুহছিন বিন নাসির আল ‘উবাইকান (رضي الله عنه) সংকলিত “আল মিনহাজ ফী ইয়াওমিয়া-তিল হা-জ্ব”।
- ৬। আশশাইখ জামীল যাইনু (رضي الله عنه) রচিত ও সংকলিত “ আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান”।
- ৭। আল ‘আল্লামা আশশাইখ মোহাম্মদ বিন সালাহ আল ‘উছাইমীন (رضي الله عنه) রচিত ও সংকলিত “কাইফা ইয়ুআদিল মুছলিমু মানাছিকাল হাজ্ব ওয়াল ‘উমরাহ ওয়া আখতা ইয়াক্বা‘উ ফীহাল হুজ্জাজ”।
- ৮। “বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্বতাসিদ” লিল ইমাম মোহাম্মদ বিন আহমদ আল কোরতুবী (رضي الله عنه)।
- ৯। “ফিক্বুছ ছুনাহ” লিল ‘আল্লামা আছ ছায়িদ আছ ছাবিক্ব (رضي الله عنه)।
- ১০। “আল ফিক্বুছ ‘আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ” লিশশাইখ ‘আব্দুর রহমান আল জায়ীরী (رضي الله عنه)।